Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIII Issue : VIII, 15th, November, 2023 ১লা কার্তিক, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য -২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

গত বছর এই নভেম্বর মাসে আমরা হারিয়েছিলাম আমাদের সহ-সভাপতি, অভিভাবক, প্রাণের মানুষ রামরমণ ভট্টাচার্যকে। কথাটা ভুল। তিনি নেই এ কথা সত্য কিন্তু তিনি আছেন এটা আরও বড় সত্য।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

গীতার এই বিংশতিতম শ্লোকে অনেকেই আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের বাণী শুনতে পারেন। কিন্তু আমাদের কাছে গীতা কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়। গীতা সুললিত ভাষায় লিখিত এক সুপ্রাচীন কাব্যগ্রন্থ। আপাতদৃষ্টিতে এখানে আত্মার কথা বলা হয়েছে যা চিরনতুন এবং যাকে হত্যা করা যায় না। শরীর শেষ হয়ে যায় কিন্তু আত্মা অবনীশ্বর। তবে আমরা মনে করি আত্মা নয় এখানে মানুষের কাজের কথা বলা হয়েছে। রামরমণ ভট্টাচার্য আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর কাজ, তাঁর সাহিত্য, তাঁর চিন্তাধারা আমাদের মধ্যে আছে এবং থাকবে।

আগামী ২৪ তারিখ শুক্রবার, প্রবীণ বার্তায় প্রকাশিত তাঁর সমগ্র লেখার এক সংকলন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছি। এবারের প্রবীণ বার্তা তাঁর স্মরণেই উৎসর্গিত।

গ্রন্থ প্রকাশের পরেও পত্রিকায় স্মরণ অনেকের কাছে আতিশয্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে এটা একটা দায়িত্ব। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন ভারতবর্ষে পরমত সহিষ্ণুতা, ধর্ম সহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র এবং শ্রমিক কৃষক সহ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন তখন রামরমণবাবুর স্মরণ নেওয়া আমাদের কর্তব্য। প্রকাশিত গ্রন্থটি নিবিড়ভাবে অনুশীলন করলেই দেখা যাবে কিভাবে রামরমণ ভট্টাচার্য, ভারতের আত্মাকে বিনষ্ট করার যে প্রচেষ্টা তাকে, তীব্র কষাঘাত করেছেন। তাই আমরা তাঁকে স্মরণ করব ফুল-মালা-গানে নয়, প্রতিজ্ঞায়। আজকের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে তাঁর প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাকে বাঁচিয়ে রাখাই তাঁকে স্মরণ করার প্রকৃষ্ট উপায়।

(শ্রদ্ধেয় রামরমণ ভট্টাচার্য স্মরণে)

বৈরাগ্য

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্মশানের পাশে বৈরাগ্য শব্দটি
বসাবার আগে দেখি
জীবনের কি বিচিত্র ছলনা,
শ্রদ্ধেয় এই প্রাজ্ঞজনের
বিয়োগ-ব্যথা ভারাক্রান্ত করে,
ভাবি এঁরা কেন মৃত্যুঞ্জয়ী নন!
সৃষ্টির জগৎ শূন্য করে এই যে চলে যাওয়া,
মৃত্যুকেও মহান করে।
ষড়রিপু থেকে
একচিমটে করে
নিয়ে ককটেল বানাই
তারপর লাল ঝাপসা চোখের সামনে
নিমেষে পুড়ে যেতে দেখি দেহকাণ্ড!
শ্মশানের পাশে বৈরাগ্য শব্দটি
আপনিই বসে যায়,
এলোমেলো কিছু কান্নার শব্দ
নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে!

প্রণতি

ভবানীশংকর চক্রবর্তী

অনেক পথ হেঁটে পৌঁছেছিলে শীর্ষবিন্দুতে
সে ক্ষতচিহ্নের দাগ শেষতক লেগেছিল পায়
শিক্ষা ও শিক্ষকের অধিকার নিয়ে অবিরাম
সংগ্রামের নিরলস সৈনিক ছিলে আজীবন
সৃজনের কাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে
'নন্দন'-এর জন্মকথা ইতিহাস হয়ে আছে আজও

সংগ্রাম ও সৃজনের বার্তা নিয়ে
আজও তুমি অপরাজেয় পদাতিক
শরীর নিয়েছে মৃত্যু
সংগ্রাম ও সৃজনের দীপ।
সাথিদের হাতে জ্বলে অমলিন।

সন্দর্ভ বৃক্ষ

বিমল দেব

একটি বৃক্ষ ছায়া দিয়াছে

সকাল সন্ধে

হাওয়া দিতো আশ্রয় ছিল
ব্রাত্য মানুষের বন্ধু ছিল বহুকাল
বহুকাল ছিল অন্ধকারে দীপন

আজ নেই

আজও আছেন আচার্য রামরমণ

তুমি নেই বলে

(রামরমণ ভট্টাচার্যকে মনে রেখে)

প্রদীপ চক্রবর্তী

বাঁচার সাথে দিয়ে আড়ি
সাত তাড়াতাড়ি
কোথায় গেলে চলে
ভ্রমর বুঝি ভুলেছে সঞ্চারী
ফুলের গন্ধও লাগে না নাকে
সুর নেই কোকিলের কুহু ডাকে
তুমি নেই বলে
এ কেমন হোরিখেলা ঝরাবেলা
বাসী পলাশের মতো
পানসে নদীর খুনে
পেখমের নীচে কাঁদছে ময়ূর
তা তা থই থই ভুলে
শপথ থমকে নিভন্ত পরম আগুনে
বাকহারা বাউলের একতারা
কাঁদে স্বপ্ন বালকের ধুলো খাওয়া চুলে
কাঁদে হিয়া
তা তা থই থই ভুলে
ক্ষীণসোঁতা কোনো নদীর মতন
'সংশয় আর যদি'র মতন
হা হুতাশ হাওয়া ঠুকছে মাথা
বিষণ্ণ প্রাচীরে
সব রং যেন একাকার
বিষাদ যাপন দিনরাত সংসার
দিশাহারা স্বপ্নহারা মুমূর্ষু নীড়ে।

ফিরে দেখা নক্ষত্র

গীতালি চক্রবর্তী

ভারাক্রান্ত স্মৃতির সরণিতে
একটি বছর হয়েছে পার।
আবার এসেছে সেই ক্ষণ
অশ্রুস্নাত ২৮ শে নভেম্বর
কালের অমোঘ নিয়মে
এইদিনেই নক্ষত্রপতন।
সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক,
সাহিত্যিক, সংগঠক, কবি,
যাত্রাপ্রেমী, নাট্যবেত্তা
উদার প্রাণপুরুষ
রামরমণ মহাশয়ের পদচিহ্ন
বিলীন না-ফেরার দেশে।
সময় নিয়েছে কেড়ে
পার্থিব শরীর, রয়ে গেছে
বহু গুণান্বিত উজ্জ্বল জ্যোতি, শ্রদ্ধায় স্মরণে
আমাদের মনের গভীরে।
তাঁর রেখে যাওয়া কীর্তি খ্যাতি
বটবৃক্ষের ছায়া
চলার পথের প্রেরণা,
আজ বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁর
স্মৃতিতর্পণ,
ফুলমালা চন্দনে বেদনার
অর্ঘ্য রচি।
হে বিপুল কর্মকাণ্ডারী,
তোমায় খুঁজি তোমার সৃষ্টির অনন্ত আকাশে
চিরনূতনের রূপে
সেই দীপ্তিময় নক্ষত্র
রামরমণ ভট্টাচার্য মহাশয়।

চিরস্মরণীয় রামরমণদা

তেজেশ অধিকারী

একজন মানব মানব-বন্ধনে
একজন চালক পত্রিকা 'নন্দনে'।
একজন অগ্রণী হাশমি স্মরণে
একজন নাট্য-দিবসের বরণে।
একজন বিশ্ব-সাহিত্য ব্যাখ্যায়
একজন লেখনীতে প্রগতি-আখ্যায়
একজন সুকর্মী কর্মপ্রেরণায়—
একজন নিবিড় মানব-সেবায়।
একজন প্রকৃত শিক্ষক তিনিতো—
'রামরমণ'নামে সব্বাই চিনিতো।
প্রকৃত সেই 'প্রিয় মানুষের'ই কাছে
সুচেতনা-আলোরাশি জানি জমা আছে।
চিনতে ও জানতে হবে তাঁকে প্রতিদিন
তাঁর কাছে রয়ে গেছে ভালবাসা-ঋণ॥

স্মরণে মননে আমাদের রামদা

পেলব মুখার্জী

সত্যিই রামদা তাঁর দৈহিক অবয়ব নিয়ে আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা স্বীকার করে নেওয়া কার্যত অসম্ভব। তিনি ছিলেন মিতভাষী, শান্ত, সদালাপী, সকলের শুভানুধ্যায়ী, দার্শনিক, রোমান্টিক, বাংলা সাহিত্যের অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

সম্ভবত বছর পাঁচেক আগে প্রবীণবার্তার বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি থেকে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ ইতিহাস রচনা করেছিলেন তিনি।

এরপরই আবার সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গণেশপূজার এত রমরমা ও গণেশের দুধ পানসহ গণেশের সৃষ্টি ও সমাজে তাঁকে পূজা করার যাবতীয় তথ্য সমৃদ্ধ লেখা লিখে আমাদের সমৃদ্ধ করেছিলেন।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। উনি বাংলা ভাষায় প্রচুর বই লিখেছেন, আমি আর বইগুলির নাম লিখে আপনাদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

আসলে তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন প্রগতিশীল, অনাড়ম্বর কমিউনিস্ট ও নিরলস শ্রমিক-দরদী মানুষ। তাই আজও তিনি চলনে-বলনে, দৈনিক বাস্তবায়নে চিরবিদ্যমান মানুষের মনে। রামদার স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা অদম্য প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন—তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রয়াণ ২১ নভেম্বর ২০১৮

আমাদের সকলের প্রিয়
নীলিমা ধর স্মরণে
পরিবারের সদস্যবর্গ

মাষ্টার মশাই

সচ্চিদানন্দ চৌধুরী

শিব-রাম চক্রবর্তীর মতো মাষ্টার মশাই রামরমণ নাম নিয়ে খুব মজা করতেন। পরিচয়ের অনেক আগে থেকে আমরা দুজনে দুজনকে জানতাম। যেমন, আমি ১৯৭১-৭৪ নরেন্দ্রপুরে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষকতা করেছি, ১৯৭৪-৭৮ গণনাট্য সংঘের অবেক্ষণ শাখায় অভিনয় করা, ১৯৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তিতে সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদি। উনি আমাকে সচিবাবু বলে আর আমি ওনাকে মাষ্টার মশাই বলে সম্বোধন করতাম। যে কোনো গোঁড়ামি ও ভন্ডামিকে উনি গোলামির সমতুল ভাবতেন। উনি যেমন সবাইকে সম মানে সম্মান করতেন তেমনি সবাই ওনাকে সম মাত্রায় সম্মান করতেন, যা কিনা আজকের দিনে এক বিরল ঘটনা। ব্যবহারিক, মানবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও মননশীলতায় উনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। এক কথায় বলা যায়, he was a total Marxist. কী অপূর্ব নিরামিষ তরকারি রান্না করতেন, তা বলে বোঝাতে পারবো না। একদিন বললেন, একটু চেখে দেখবেন নাকি?

ওনার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ সম্ভবতঃ ১৯৯২ সালে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এর বাঘাযতীন শাখায়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের পেনশন কেবলমাত্র এলাহাবাদ ব্যাংক-এর মাধ্যমে দেওয়া হয়। প্রতিদিন প্রায় ৪-৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এসে বলতেন, রামরমণ ভট্টাচার্য আপনার কাছে পাঠালেন, নতুন একাউন্ট খুলতে হবে। আমি আমার কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ কাজটি করে গেছি।

টেলিফোন বেজে উঠলো, মাষ্টার মশাই বললেন, 'অফিসের পর অমুক বিদ্যালয়ে চলে আসুন, A.B.T.A এর উদ্যোগে ছাত্রদের তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিচারক হতে হবে।' কখনও বলতেন, নাটকের প্রতিযোগিতায় বিচারক হতে হবে, চলে আসুন। একদিন বললেন, বিকাল চারটায় আমার বাড়িতে চলে আসুন। জরুরি কাজ আছে। চলে এলাম বেথুন ইনস্টিটিউটে। নতুন সভ্য হবার জন্য একটা ফর্ম পূরণ করে বললেন, এখান সহি করুন। তারপর টাকা দিতে গেলে বললেন, ওটা আমি দেবো। উনি হাসলেন। চিন্ময়ী রূপে আপনি আমাদের সকলের মনিকোঠায় চিরকাল অধিষ্ঠান করুন, মাষ্টার মশাই।

অমল মানুষের কথা

মৃণাল দত্ত

শ্রদ্ধেয় রামরমণদা,

আপনাকে নিয়ে কিছু লেখার যোগ্যতা আমার নেই। তথাপি আপনার ঋদ্ধ পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা জানাতে কিছু কথা লিখছি।

আশির দশকে যাদবপুর টালিগঞ্জে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন আপনি

সহযোগী বেশি কিছু সাংস্কৃতিমনা মানুষ আপনার উদ্যোগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই সময়কালে সিনে কমিউন, যাদবপুরের সম্পাদক ছিলাম। বাপুজীনগরে একটি ছোট ঘরে আমাদের দপ্তর প্রতি সন্ধ্যায় খোলা থাকতো। এক সন্ধ্যায় আপনি এলেন ধুতি পাঞ্জাবী পরে। বহুদিন পর এমন একজন নিখাদ বাঙালির কথাবার্তায় আমরা উৎসাহী হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সংগঠনের উদ্যোক্তার যথেষ্টই অভাব ছিল। আপনার সেই উদ্যোগে আমরা সামিল হতে পারিনি। কিন্তু আমি আপনার ব্যক্তিত্ব এবং যুক্তি সমৃদ্ধ বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। ফলে সাংগঠনিক ভাবে না হলেও আপনাদের বহু অনুষ্ঠানে আমি হাজির হতাম। আপনার মুখে বাংলার সংস্কৃতির অন্তর্জীবন কী সহজেই না উঠে আসতো। আমার মতো সীমিত শিক্ষার মানুষ সে বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হতো।

আপনার মনে আছে, সাহিত্যিক কবি অমল কর প্রায়শই কবি সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন করতো। করতো অবশ্য ভুল কথা, তিনি সমান ভাবে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম এই সাহিত্য সভাকে সচল রেখেছেন। সাংস্কৃতিক সমিতি, যাদবপুর, নামে একটি গণসংগঠন ১৪/১৫টি ক্লাবের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল সেই আশির দশকেই। সেখানে আমরা প্রতিবছর ১৬ অগস্ট সুকান্ত জয়ন্তী করে আসছি। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অমল কর-কে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক সমিতি নানা কারণে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু অমল কর নিজস্ব উদ্যোগে 'সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী কমিটি' করেছেন এবং আজো তা কর্মক্ষম আছে। প্রতি বছর জয়ন্তী উৎসবে আপনি সাগ্রহে আসতেন। প্রয়াণের কিছু আগে আপনি এই কমিটিকে অনেক টাকা দিয়েছেন। সেই টাকার সুদে আজও সুকান্ত জয়ন্তী হয়ে থাকে। সকল অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা হত। আপনি সেই আলোচনায় অংশ নিতেন এবং সেই বিদগ্ধ ভাষণ আমাদের সকলতে অনুপ্রাণিত করত। এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আজ যখন আমাদের সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মদতে বিদ্যা বুদ্ধির অবলুপ্তি ঘটাচ্ছে সেই পংকিলতার বিরুদ্ধেও যে গুরুদায়িত্ব আপনি পালন করে গিয়েছেন তা আগামী দিনের ইতিহাস স্মরণ করবে।

অমল করের সুদক্ষ পরিচালনায় কবি সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন আজো অব্যাহত আছে। মনে আছে বেশ কিছু সময় আমাদের বাড়ির ঘরে আপনারা আসতেন। সন্ধ্যায় সেই সম্মেলনে আপনার নির্মল উপস্থিতি ছিল অনিবার্য (আমাদের বাড়ি বললাম বটে, সে বাড়ি পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পশ্চিমবঙ্গের) হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা এখন কম পয়সায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাচ্ছে)। এ রকম একটি অনুষ্ঠানের আগে আমার স্ত্রী বেশ অসুস্থ ছিলেন। নিঃসঙ্গ জীবন কাটতো দোতালায়, তথাপি নীচে নেমে আপনাদের সম্মান জানান।

আপনি গল্প, প্রবন্ধ লিখতেন। নন্দন পত্রিকা আপনার উদ্যোগে বহুকাল চলছিল। এ বিষয়ে সাহিত্যিক গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচারণায় বলছেন, 'বেলা আড়াইটে, তিনটে। চেক লুঙ্গি এবং হাফ হাতা গোল গলার গেঞ্জি পরে এক ভদ্রলোক সামনে ছাইদানিটা রেখে সিগারেট খাচ্ছেন। মনে হল মধ্যাহ্ন আহার শেষে একটু গড়িয়ে উঠেছেন। থাক থাক সাজানো কিছু পত্রিকার বাণ্ডিল। ভদ্রলোকটির অদ্ভুত আকর্ষণ ক্ষমতা। মিসকালো চকচকে গায়ের রং। নিখুঁত কামানো শক্ত চোয়াল। চোখ দুটি হাসি হাসি কিন্তু গভীর। হাসলেই ফর্সা দাঁতের পাটি বেরিয়ে আসে। ব্যাক ব্রাশ করা ঘন চুল, গলায় মার্জিত ভাব, থেমে থেমে কথা বলেন।

ইনিই রামরমণ ভট্টাচার্য। প্রথম দেখা কিন্তু কেন জানি আমি সাহিত্যিক হবার তরুণ বয়সে বিরাট আস্থা ও আশ্রয়ের কাউকে পেয়ে গেলাম।' বিভিন্ন কারণে রামরমণদাকে 'নন্দন' ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সময় বিপ্রতীপ হলেও তিনি ছিলেন যথার্থ সংগঠক এবং প্রকৃত সাহিত্যিক এবং নাট্যবেত্তা। দক্ষিণ কলকাতার প্রায় সব নাট্যদলের তিনি শ্রদ্ধার পাত্র এবং উপদেশক। তিনি শিক্ষক ছিলেন। টালিগঞ্জ অঞ্চলের খানপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষকতার সূত্র ধরে তিনি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য হন (ABTA) এবং শিক্ষক জীবনে রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে পথে ঘাটে লড়াই করেছেন। যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত এই মানুষটি মার্কসবাদী চেতনায় গভীর আস্থা রেখেছেন এবং সারা জীবন শ্রমজীবী মানুষের লড়াই সংগ্রামে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই কারণেই আপনি জয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর শ্রমিক সংগঠনের মানুষদের সমর্থনে বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমার অনেক পরিচিত মানুষ আছেন— যারা সভা-সমাবেশ আন্দোলনে করেন, তাদের অনেকেরই মার্কসবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই। নিজেদের পরিচয়কে সুরক্ষিত রেখে বিপ্লবী বচন শোনান।

রামরমণদা, আপনি মার্কসবাদী দীক্ষায় আলোকিত হয়ে নিজের পরিবারের সকলকে যুক্ত করেছেন লড়াই আন্দোলনে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে আমরা, শ্রমজীবী মানুষেরা, চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার অমিত জ্ঞান সকলের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন নানান সময়ের জনসভায়, লেখায়।

আপনি সাহিত্যিক। শতেক কর্মব্যবস্থতার মধ্যেও অনেক রচনা ছোট পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন, গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। এ আপনার অমর কীর্তি। বেথুন ইনস্টিটিউটের 'প্রবীণবার্তা' পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার সহায়তা এবং রচনাসমূহ আমাদের এক মূল্যবান সম্পদ।

আপনার স্ত্রী সদ্য প্রয়াত অনিমা ভট্টাচার্য মিছিলেন মুখ। আপনার দাম্পত্য জীবনের সংলাপও ছিল বিপ্লবের কথা, বিদ্রোহের কথা। আপনারা একসঙ্গে সভায় এসেছেন। আমরা গর্ব অনুভব করেছি। আপনাদের অমায়িক ব্যবহারে আমরা আপ্লুত ছিলাম।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা অংশ বুদ্ধিজীবী নামে অভিহিত আছেন। তাঁরা পেশাগতভাবে মানসিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা প্রধানত জটিল সৃজনশীল মানসিক শ্রম ও শিক্ষা সংস্কৃতির বিষয়ের বিকাশ ও প্রকাশের কাজে যুক্ত থাকেন। বুদ্ধিজীবীরা পৃথক কোনো সামাজিক শ্রেণি নয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের বৌদ্ধিক প্রয়োজন মেটান। তবে আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় তারা অধিকাংশই শাসক শ্রেণির ঘনিষ্ঠ। বলা যেতে পারে সামাজিকভাবে তারা অধিকাংশই শাসক শ্রেণির বার্তাবহ। সামাজিক শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা মৌন থাকেন। এদের মধ্যে একটা ছোট অংশ সব সময়ই সামাজিক প্রগতি চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি জনতার মুক্তির জন্য সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন, তাদের সঙ্গে একাত্ম হন। রামরমণদা আপনি এমন একজন মানুষ যিনি সর্বদাই সামাজিক বৈষম্যের কথা বলেছেন, শাসক-শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রগতির প্রয়োজনের কথা বলেছেন। জয়া/উষার শ্রমিকদের সংগঠনে যুক্ত থেকেছেন।

আপনাকে কুর্নিশ জানাই। আপনার প্রতিটি লেখায় এই চেতনার প্রতিফলন আমরা দেখেছি।

আমাদের দেশে এখন চরম সংকট। দেশের, দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি কারো কোনো ভালোবাসা,

সহানুভূতি নেই। তারাই আজ দেশ শাসন করছে। এরকম এক দুসময়ে আপনার প্রয়াণ ব্যক্তিগত শুধু আমারই নয়, দেশের সাধারণ মানুষেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।

আপনি আমাদের হৃদয়ে সদা জাগরূক থাকবেন।

সংযোজন ঃ রামরমণ ভট্টাচার্য প্রণীত পুস্তক— বরণীয়া বিনোদিনী, কুরুক্ষেত্র, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার এবং এ বছর (২০২৩) অমল কর সম্পাদিত 'ঝড়ো হাওয়া' পত্রিকায় "ঐতিহ্য" নামে একটি উপন্যাস ও রজত জয়ন্তী বর্ষে ২০২৩ সালে "ভারতবর্ষের লাশ" নামের গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

সময়ের দাগ

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে

বেথুন ইনস্টিটিউট-এর চমৎকৃত প্রয়াস

গাজী মহম্মদ আবুবকর

ষাট বছর বয়স হল তো প্রবীণ নাগরিকের একটা তকমা পাওয়া গেল। তারপর থেকে জীবনটা হতে পারে যেন এক মজে যাওয়া নদী। বরিষ্ঠ নাগরিকরা ঘরে বাইরে কতরকম নিপীড়ন আর অবহেলার শিকার হন তা নিয়ে কতজন আর উচ্চবাচ্য করেন। তবে ষাটের কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে ডাক্তার উকিল ব্যবসায়ী রাজনীতিক গৃহকর্মে নিযুক্তা নারী দিনমজুর চালিয়ে যান যতদিন পারেন। তাঁর মনে করেন— যাবৎ বাঁচি, তাবৎ করি, না হয় মরি।

যাক্‌গে, প্রসাঙ্গন্তরে আসি। দক্ষিণ কলকাতার বরিষ্ঠ নাগরিকদের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান Bethune Institute of Geriatrics Research and Rehabilitation Centre (BIGRR)! এটি প্রবীণ নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি আধুনিক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। স্বল্পব্যয়ে নানান ধরনের বার্ধক্যজনিত অসুখের চিকিৎসা, পরামর্শদান, চিত্তবিনোদনের অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ইত্যাদি করে থাকেন এরা সারা বছর ধরে। এমনকি, এরা পিকনিকও করেন। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দিয়ে একটি স্বল্পব্যয়ের ব্যাথাবেদনা নিয়ন্ত্রক আকুপাংচার সেন্টার খোলা হয়েছে।

এঁরা বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন এঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্রে। সঙ্গীত, অশীতিপর প্রবীণদের সংবর্ধনা, গুণীজন সংবর্ধনা, একটি মজে যাওয়া নদীর পুনরুজ্জীবন বিষয়ে চিত্তাকর্ষক ইতিকথাও শোনা গেল।

উদ্বোধনী সংগীতে রবীন্দ্র-সংগীত শোনালেন শ্রীমতী কৃষ্ণা হালদার। কেকের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে, তারপর খণ্ডিত কেক দিয়ে বরিষ্ঠ নাগরিকরা সম্বর্ধনা পেলেন। তাঁদের পরিয়ে দেওয়া হল উত্তরীয়, হাতে তুলে দেওয়া হলো মিষ্টান্নসহ কয়েক প্রকারের উপচার।

দুজন লোকপ্রিয় জনদরদী ডাক্তারকে দেওয়া হল সংবর্ধনা। ডাক্তার ভবানীপ্রসাদ সাহু কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞান নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বেথুন ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। ডাক্তার

মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইতও প্রবীণ নাগরিকদের নানান পরামর্শ দিয়ে কলম ধরেন ও বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। আকুপাংচার চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। চিনের জনযুদ্ধের সময়ে ডাক্তার কোটনিস-এর নেতৃত্ব ডাক্তার বিজয়কুমার বসু ভারতয় মেডিকেল টিমের সঙ্গে সেদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে থেকে স্বল্পব্যয়ের আকুপাংচার চিকিৎসা শিখে এসে ভারতে চালু করেছিলেন। ডাক্তার মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইতকে বলা যায় ডাক্তার বসুর মন্ত্রশিষ্য। এই দুই প্রবীণ চিকিৎসককে সম্বর্ধনা দিতে পেরে বেথুন ইনস্টিটিউট কৃতার্থ বোধ করল। একটি হারিয়ে যাওয়া নদীর পুনরুজ্জীবনের কথা শোনালেন বিবর্তন ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গীরা। প্রায় নয় কিলোমিটার দীর্ঘ এই মজে যাওয়া নদীর নাম বুড়িগঙ্গা, অবস্থান নদীয়া জেলার চাকদহ এলাকায়। স্থানীয় বিজ্ঞানমনস্ক সংগ্রামী মানুষের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার নদী পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছে। সেখানে জোয়ারভাটা খেলছে, ধীবররা মাছ ধরছে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দুটি সংস্থার নাম উঠে এল—দক্ষিণবঙ্গ মৎসজীবী সমিতি ও চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। এঁরা সম্পূর্ণ নদী পুনরুদ্ধারের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এদিনের সন্ধ্যায় সভায় ত্রয়ী শিল্পী গৌতম রায়চৌধুরী, সুভদ্রা তালুকদার ও মধুমিতা দত্ত শ্রোতাদের খানিকক্ষণ সংগীত সুধারসে আবিষ্ট করে রেখেছিলেন। সভাপতির আসনে উপস্থিতি ছিলেন বেথুন ইনস্টিটিউট-এর বর্ষিয়ান সভাপতি পেলব মুখার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সুনিয়ন্ত্রিত ও কথার মালা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন কর্মচঞ্চল কর্মকর্তা গৌতম রাচয়ৌধুরী।

With Best Complements From

PASCHIM BANGA ADIBASI ADHIKAR MANCH

Harekrishna Konar Smriti Bhawan

70A, S.N.Banerjee Road, Kolkata - 700014

Sri Ramlal Murmu, President
M: 9434072933, E-mail: rlmurmu725@gmail.com

Sri Rabindranath Hembram, Working President
M: 9564988219, 7908845332, E-mail: rabindranathhembram1956@gmail.com

Dr. Pulin Bihari Baske, General Secretary
M: 9434720980, 8250082846, E-mail: drpbbaske1968@gmail.com

Sri Manik Chandra Saren, Treasurer, M: 9830744410

Sri Bulbul Singh, Office Secretary
M: 9836032602, E-mail: bulbulsingh538@gmail.com

Vol : XIII Issue : VIII, 15th, November, 2023, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

শৈবতীর্থের সর্বোচ্চ মন্দির তুঙ্গনাথে কিছুক্ষণ

(শেষ পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

দু ঘণ্টার মতো হাঁটা হয়েছে। ফেলে আসা পথের পানে তাকাতে দেখি শম্ভুদা আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন। যেন কিছু বলতে চান। একটু দাঁড়াই। মিনিট ১৫ পর উনি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে বলেন আর কতটা? আমার স্বভাবসিদ্ধ জবাব এই আর একটু— সামনের চড়াইটুকু ভাঙলেই মন্দির দেখা যাবে। উনি আশ্বস্ত হয়ে জল চান। বড্ড হাঁপাচ্ছিলেন। কিন্তু জল নেই, দিতে পারি না, তবে মিছরির ঢেলা হাতে তুলে দিই। তৃষ্ণা মেটে। পথ চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা যেন আমাদের ঘিরে রয়েছে। রণিদা কয়েকটির নাম বলতে পারলেন। বললেন— চৌখাম্বা, কেদারনাথ, নন্দাদেবী, ত্রিশূল আর বাকীগুলোর নাম জানি না পরে জেনে বলব। সে যাইহোক, নাম নিয়ে আর কি যায় আসে। আমরা দেখতে এসেছি, ভাল করে প্রাণ ভরে দেখি। শম্ভুদা ফটো তোলেন মুভি ক্যামেরায়। সামনে একটু বাঁক পেরোতে চোখের সামনে ভেসে উঠল এক মনোরম উপত্যকা। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গা বরাবর সাপের মত এঁকে বেঁকে একটা পথ নীচের দিকে নেমে গেছে। জানলাম তুঙ্গনাথ পৌছানর দ্বিতীয় পথ এটি। এ পথ এসেছে ভুলকোনা থেকে। আবার ভুলকোনা থেকে পাঙ্গেরবাসা (কস্তুরী মৃগ প্রজনন কেন্দ্র) হয়ে গভীর বনের পথে মণ্ডল চটি পৌছান যায়। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথ দর্শন সেরে কেউ কেউ টানা উৎরাইয়ের এই পথ ধরে রুদ্রনাথ যেতে মণ্ডল চটিতে অবস্থান করেন। তবে এ পথে পা বাড়ালে সঙ্গে পথ প্রদর্শক থাকা জরুরি নচেৎ পথ ভুল হয়ে বিপদ ঘটতে পারে। এই অঞ্চলটা অর্থাৎ উখিমঠ থেকে যোশীমঠ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি কেদারনাথ স্যাংচুয়ারির অন্তর্গত। ৯৬৭ বর্গ কিমি বিস্তৃত স্যাংচুয়ারিতে চিতা, বরফচিতা, ভালুক, হরিণ, কস্তুরীমৃগ ছাড়াও নানান বন্য জন্তুর বাস। দেখতে দেখতে সমস্ত কিছু মেঘে ঢেকে যায়। বাঁদিকের তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গগুলি একে একে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। পাহাড়ের চূড়ো মেঘের আড়ালে চলে গেলেও নীচের উপত্যকা মেঘ মুক্ত থাকায় এক মনমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতরণ ঘটে। যা কোনোদিন ভোলা যাবে না।

সময় কেটে যায় কোথা দিয়ে বুঝতে পারিনা, পথের অপরিসীম সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মন্দিরের দোরগোড়ায় পৌছানর ঠিক আগেই দেখা পাই—আকাশগঙ্গার। শম্ভুদা বলেন মনে হচ্ছে মন্দির এসে গেছে। এখানে দু-একটা দোকান ঘর, ধর্মশালা রয়েছে। আকাশগঙ্গ পেরোতে দেখতে পাই মন্দিরের ধ্বজা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। শম্ভুদা জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন 'জয় বাবা তুঙ্গনাথজী কি জয়'।

মন্দিরে পৌছে গেলাম ১২.৩০ টায়। কেদারনাথ মন্দিরের আদলে গড়া প্রস্তর নির্মিত সুউচ্চ মন্দিরটির সামনে শ্লেট পাথরের ছাদ বিশিষ্ট নাট মন্দির। গর্ভগৃহে অধীষ্ঠান করছেন মহিষরূপী পলায়মান মহাদেবের

বাহুভাগ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। তবে, দক্ষিণার্ধ শিব আর বামার্ধ বিষ্ণুরূপে পূজিত হন দেবতা এখানে। স্বয়ম্ভু লিঙ্গমূর্তির পিছনে শঙ্করাচার্য ও ব্যাসদেবের বিগ্রহও বিরাজমান। স্বর্ণনির্মিত তুঙ্গনাথের মুখমণ্ডল ছাড়া রয়েছেন রৌপ্যনির্মিত কেদারনাথ-মদমহেশ্বর-রুদ্রনাথ-কল্পেশ্বর ও দেবী পার্বতী। বিশ্বাস, তুঙ্গনাথ দর্শনে পঞ্চকেদার দর্শনের পূর্ণতা মেলে। এছাড়া পাথরের ছোট ছোট মন্দিরে নানান দেবতা পূজিত হচ্ছেন। পঞ্চপাণ্ডব ও ভৈরবজীর মন্দির রয়েছে। মন্দির যেহেতু বারো হাজার ফুটের অধিক উচ্চতায় অবস্থিত তাই রাত্রে অধিক ঠাণ্ডার কারণে যাত্রীরা কেউই বড় একটা রাত্রিবাস করেন না এখানে। শীতে দেবতারাও নেমে এসে অধিষ্ঠিত হন উখিমঠের অদূরে মকুমঠ বা মুখীমঠে। তুঙ্গনাথের পাণ্ডাদের বাসও এই গ্রামে। শীতভর দেবতার পূজা-অর্চনা চলে এখানে।

মন্দিরে পুজো দিলাম। তুঙ্গনাথ তথা লিঙ্গস্বরূপ শিবের বাহুভাগ স্বর্শ করার রীতি। পুরোহিত তুঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে বলেন— কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধের পর আত্মীয়-পরিজন নিধনের মহাপাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে পাপস্খালনের জন্য হিমালয়ে আসেন দেবাদিদেব শিবশম্ভুর দর্শনের জন্য। অন্তর্যামী ভোলা মহেশ্বর ওদের দর্শন দিতে অনীহা প্রকাশ করে পালিয়ে বেড়ান। নাছোড়বান্দা পঞ্চপাণ্ডবও পিছু নেন শিবের। শিব তখন মহিষরূপ ধারণ করে পালাতে থাকেন পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে। অকস্মাৎ মহাবলী ভীমসেন জাপ্টে ধরেন মহিষরূপী শিবের পশচাদভাগ কেদারে। মহিষরূপী শিবের অঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে— কেদারে পশচাদভাগ, মদমহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে জটাজুট মুখমণ্ডল, কল্পেশ্বরে জটা। গাড়োয়াল হিমালয়ের এই পাঁচ পুণ্যভূমি পবিত্র হিন্দুতীর্থক্ষেত্র হল পঞ্চকেদার। লোকশ্রুতি, পাণ্ডবরাই এই পাঁচ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। পুজো ও পুষ্পাঞ্জলি পর্ব মিটলে পুরোহিত কপালে চন্দনের জয় টীকা পরিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন ব্রাহ্মণকে দান না করলে তুঙ্গনাথ দর্শন সার্থক হয় না। বুঝতে পারি এখানেও সেই উড়িষ্যার সাক্ষীগোপাল মন্দিরের পুরোহিতদের কৌশল চলছে। যাইহোক, অনেক দরকষাকষি করে আমাদের ৭ জনের জন্য ৩৫ টাকায় রফা হল। সবটাই পুরোহিত বা পাণ্ডার প্রাপ্য। মন্দির প্রাঙ্গণে নানান দেবদেবীর ছোট ছোট মন্দির সেখানেও পুজো দেওয়ার রীতি তাও সম্পূর্ণ হল পুরোহিত ঠাকুরের নির্দেশে।

তুঙ্গনাথ মন্দির থেকে আরও উপরে পাহাড়ের চূড়ায়—চন্দ্রশিলা। পায়ে হেঁটে ১ কিমি পথ প্রায় হাজার ফুটের মামুলী চড়াই পেরিয়ে যাওয়া যায় শ্রীরামের তপস্যাস্থল ও গাড়োয়াল হিমালয়ের অন্যতম ভিউপয়েন্ট চন্দ্রশিলায়। এটাই এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থান তাই এখান থেকে অবাধ দৃষ্টি চলে চারিদিকে। দেখা যায় দূর নীল আকাশের নীচে সারি সারি রজতশুভ্র পর্বত চূড়া যথা বন্দরপুঞ্জ, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, দুনাগিরি, নন্দাদেবী, পঞ্চচুলী, ত্রিশূল ইত্যাদি চির তুষারময় পর্বতমালাকে ভারি সুন্দর দেখায়। তবে, এই অনবদ্য দর্শন পুরোপুরী নির্ভর করে আবহাওয়া অনুকূল হলে, আকাশের মুখ ভার হলে এমন নয়ন শোভন সৌন্দর্যের থেকে বঞ্চিত হতে হবে। চন্দ্রশিলা পথের আর এক আকর্ষণ অ্যালপাইন ফুলের অনবদ্য সৌন্দর্য। চন্দ্রশিলার পথ খুব একটা সহজ নয়। টানা চড়াই। আকাশের মুখ ভার হচ্ছে দেখে

রবিদা আর দলের মহিলা সদস্যরা চন্দ্রশীলার পথে এগোতে সাহস পান না, বলেন পথে আসার সময় আমরা আজ বিখ্যাত পর্বতচূড়ার সবকটির দর্শন পেয়েছি। সুতরাং হাজার ফুট চড়াই ভেঙে চন্দ্রশিলায় ওঠার উৎসাহ পাচ্ছি না। এদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে পুরোহিত ঠাকুর বলেন 'মালুম হোতা হ্যায় বারিশ হোগা, আপলোগ উতর যাইয়ে'। দলপতি রবিদা চোপতায় নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিলে আমরা মানতে বাধ্য হই।

মন্দিরের পাশে একটা চায়ের দোকানে এক গ্লাস করে গরম চা পান করে নামতে থাকি চোপতার উদ্দেশ্যে। পরিচিত পথ। দুপুর সোয়া একটায় যাত্রা শুরু করে দুটো দশ মিনিটে দ্রুত নেমে আসি চোপতায়। অবশ্য পথে সামান্য বৃষ্টি পেয়েছি। চোপতার একটি হোটেলে খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে PWD-র ট্রাকে লাফাযাত্রায় চলে এলাম মণ্ডলে। এ পথের দৃশ্য অতুলনীয়। আর এই সফর মধুময় হল কারণ, ওই ট্রাকে স্থানীয় কয়েকজন যুবক তুঙ্গনাথ ফিরত ছিলেন। এরা মাউথ-অর্গান বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে গাইছিল আঞ্চলিক লোক সঙ্গীত আর হিন্দী সিনেমার কিছু পপুলার গান। এ রকম গানের আসরে বসে কখন যে কিভাবে সময় কেটে যায় বুঝি না, সম্বিত ফিরে আসে মণ্ডলে পৌঁচে। ট্রাক থেকে নেমে সোজা চলে যাই বাস স্ট্যান্ড-এর কাছে বলবন্ত সিং-এর হোটেলে রাত্রিবাসের জন্য।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in